দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14/11/77 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 5 ...

C7C

বৈজ্ঞানিক রচনা প্রকাশনার সমস্যা ঃ কিছু সুপারিশ

গত বছর ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত জাতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনে যে বিষয়টি অতি স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় তাহলো, অর্থাভাব অনটনের দরুন বাংলাদেশ বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি-এর সম্মেলন সংক্রান্ত প্রসিডিংস এবং এতে পঠিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতে পারছে না। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় ও উন্নয়ন কাজে রত আমাদের বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি যে খুবই গুরুত্ববহ তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। এদেশে বিজ্ঞান ও উন্নয়নমূলক সাহিত্যের অভাব অনেকটা দুর্ভিক্ষের পর্যায়ে আছে বলা যায়। অথচ জাতীয় অগ্রগতির জন্যে এরূপ সাহিত্য একটি মৌল উপাদান। তাই দেখা যায়, উন্নয়নমূলক সাহিত্যকে আশ্রয় করে বিভিন্ন জাতি এগিয়ে চলেছে। অপরদিকে অনুন্নত জাতির একটি প্রধান লক্ষণই হলো অনুরূপ সাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থতা।

বিজ্ঞান সম্মেলনে পঠিত বহু সমূহ যদি প্রতিটি বছর পুস্তকাকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে আমাদের বিজ্ঞান ও উন্নয়নমূলক সাহিত্যের অভাব কিছুটা পূরণ হতে পারে। এতে জাতীয় বিজ্ঞান সমিতির ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে। তা ছাড়া দেশে বিজ্ঞানের কর্মবিকাশের ধারাও বুঝা যাবে। ভবিষ্যত বংশধরও প্রভূতভাবে উপকৃত হবে।

বর্তমানে পুস্তকাদি প্রকাশনা খুবই ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করা অধিকাংশ লেখকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া দেশে যেসব প্রকাশনী সংস্থা রয়েছে সেগুলোরও দু-একটি বাদে অধিকসংখ্যায় পুস্তকাদি ছাপাতে পারছে না। দুর্মূল্যই এর জন্য প্রধানত দায়ী। ছাপা ও আনুষঙ্গিক খরচ বেশী পড়ায় বইয়ের দাম পড়ে যায় বেশী। ফলে কালকার বই পুস্তকাদি বিক্রির প্রসারও আশানুরূপ বাড়ছে না। এ অবস্থায় দেশের প্রকাশনী গুলো বিজ্ঞান ও বিশেষ করে উন্নয়নমূলক পুস্তকাদি ছাপাতে উৎসাহ বোধ করতে পারে না। তাতে দেশে বিজ্ঞান প্রসারে গতি সৃষ্টি হতে পারছেনা। এ অবাঞ্ছিত অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সরকারী পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তাই আমাদের প্রথম প্রস্তাব হলো, অনতিবিলম্বে এমন একটি প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যারে কাজ হবে বিজ্ঞান ও উন্নয়নমূলক পুস্তকাদি প্রকাশ করা। আশা করি সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করবেন। এ জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়াদি নিয়ে যারা মাতৃভাষায় পুস্তকাদি রচনা করছেন তাদেরকে সুসংগঠিতভাবে কাজে লাগাতে হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, বিজ্ঞান সম্মেলনের প্রসিডিংসও প্রবন্ধাদি ছাপানো সম্বন্ধে। এ কাজটি বিভিন্নভাবেও সমাধা করা যেতে পারে। গত বৎসর ময়মনসিংহ সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন স্থান ও সংস্থা থেকে সহস্রাধিক বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের সমাগম ঘটেছিলো। ওখানকার স্থানীয় কয়েকটি সংস্থা উপস্থিত বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের লাঞ্চ, ডিনার দিয়ে আপ্যায়িত করেন।। দেখা গেছে এ সব লাঞ্চ ডিনারে বিভিন্ন সংস্থাদির মধ্যে উচ্চমানের ও মূল্যের খাদ্য পরিবেশনের জন্যে জোর প্রতিযোগিতা চলেছে। খাওয়ার প্রাচুর্য ও উচ্চমান মেহমানদের হাঁপিয়ে তুলেছে। অনেক অপচয়ও হয়েছে। নিজেদের নাম প্রচারের জন্যে এতসব করা হয়েছে। স্বাস্থ্যের জন্যে এত বাড়াবাড়ির কোনই প্রয়োজন ছিল না। আগামী সম্মেলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আহূত হয়েছে। সেখানেও অনুরূপ মেহমানদারী বা এর চেয়েও বেশী মূল্যের মেহমানদারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ প্রসঙ্গে আমার বিনীত নিবেদন হলো খাওয়ার খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে অনেক টাকা বাঁচানো যেতে পারে। সেই টাকায় স্বল্প যেসব সংস্থা খাবার দিবে সেই সব সংস্থার নামে বিজ্ঞান সম্মেলনের প্রসিডিংস ও প্রবন্ধাদি পুস্তকারে ছাপানো যেতে পারে। এতে এসব সংস্থার নাম স্থায়ীভাবে থেকে যাবে। দেশবাসীও এর দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরকার করেই বিবেচনার জন্যে প্রস্তাব দুটো রাখা হলো।

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী